STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
www.satsawb.org

সাট্সা বুলেটিন

৫ম বর্ষ ২২তম সংখ্যা জুলাই, ২০১৩

সম্পাদকীয়......

চলতি মরশুমে স্বাভাবিক বর্ষার আশ্বাস সকলকে আশান্বিত করলেও সম্প্রতি উত্তরাখন্ডে প্রকৃতির রুদ্ররূপ শুধু পরিবেশবিদ নয়, সাধারণ মানুষকেও ভাবিয়ে তুলেছে। গঙ্গা নদীর অববাহিকার সঙ্গে ভারতীয় কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত অথচ আজও কোন নির্দিষ্ট হিমালয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক চাপান-উতোর, নারী নির্যাতনের অমানবিক ঘটনা প্রবাহ—যুগসন্ধিক্ষণের এই অস্থির সময়ের মধ্যেই বুলেটিনের আরো এক ধাপ এগিয়ে চলা। ইতিমধ্যে রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ দ্বিবার্ষিক তথা ৫৯ তম বার্ষিক সভা যার সজল ধারায় সিঞ্চিত হয়ে সদস্যরা খুঁজে পেল উত্তরণের পথ। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি যেন তার হৃত গৌরব কিঞ্চিত হলেও ফিরে পেল কৃষি নববর্ষের সুচনায় নানা স্তরে ''কৃষি মেলার'' মাধ্যমে। রাজ্যসরকারের কৃষকদের সম্মাননা জ্ঞাপন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্দের হৃদয় স্পর্শ করলেও চাকুরীগতক্ষেত্রে আধিকারিক হিসাবে কি গৌরবান্বিত করেছে? প্রতি জেলা থেকে সাংগঠনিকভাবে 'কৃষি রবি' সম্মান প্রদান এবং রাজ্যস্তরে সংবর্ধনা - কৃষক সমাজে এক নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে, যা ভিন্ন আঙ্গিকে দায়বদ্ধতা পালনের এক খন্ড চিত্র। কৃষি ইতিহাসের ধারাবাহিক অবলোকনে শুধু বঞ্চনার গল্প-গাথা, তাই আশাকরি এহেন প্রয়াস উজ্জীবনের সুর সঞ্চার করবে। বিগত দু'শকের বিশ্বায়ন ও উদারিকরণের জমানায় বিশেষভাবে আক্রান্ত সাধারণ মানুষ ও তথাকথিত কৃষক সমাজ। কর্পোরেট কৃষির আগ্রাসন লুঠ করতে চলেছে দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ, ভারতবর্ষকে "ফুড সোর্সিং হাব" করার পরিকল্পনা বহুজাতিক সংস্থাগুলির অন্যতম লক্ষ্য। খুচরো ব্যবসায় এফ.ডি.আই এর ছাড়পত্র কৃষির সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে। আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি কৃষিতে ক্রমশ রাষ্ট্রীয় সহায়তা তথা ভর্তুকী কমছে আর কর্পোরেট দুনিয়ায় কর ছাড় দিয়ে "ইনসেনটিভ" বাড়ানো হচ্ছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়মে চলছে দেশ, ''সংস্কারের" নামে আক্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদিত ফসলের নায্য দাম না পাওয়া এক গভীর সমস্যা। যদিও সরকারি উদ্যোগে এবচর অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং আগামী দিনে 'কৃষক বাজার' হয়ত আরও সুফল দেবে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষার পর্যবেক্ষণে ভারতের অর্ধেক পরিবার ঋণগ্রস্ত, এরমধ্যে মহাজনী ঋণের পরিমাণ ২৬ শতাংশ, এই বছর বাজেটে কৃষি ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, মোট প্রস্তাবনা আছে ৭,০০,০০ কোটি টাকার (২০১৩-১৪)। এই প্রেক্ষিতে মনে প্রশ্ন জাগে এই ঋণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা কতটা পাবে? কিষাণ ক্রেডিট কার্ডকে সার্বজনীন করার প্রয়াস আমাদের সদস্য তথা আধিকারিকদের দু'বছরের চেষ্টাতেও বাস্তবায়িত করা গেল না। এই বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সদিচ্ছা নিয়ে সন্দিহান হতে হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মতো স্থানীয় নিয়মাবলী তৈরি করছে। ব্লকস্তরে কৃষি আধিকারিকরা কৃষকদের পাশে থেকে যথাসাধ্য করছেন তবুও জেলা স্তরে তারা বিভিন্ন আমলার রক্তচক্ষুর শিকার হচ্ছেন। একথা অনস্বীকার্য, বিভিন্ন স্তরের কৃষি আধিকারিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই ২০১২-১৩ সালের ১০ লাখ কেসিসি-এর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মৌজাকে শস্য সুরক্ষার (Crop Insurance) একক হিসাবে চিহ্নিত করার দাবী সাট্সার বহুদিনের কিন্তু অতি সম্প্রতি দেখলাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে ব্লককে একক হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ নামা জারি হয়েছে। সাঁড়াশি আক্রমণ আর চোখ রাঙানি কৃষি আধিকারিকদের উপরও শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ কাজের পরিবেশ সৃষ্টির কোনো দায়-দায়িত্ব নিচ্ছেনা। আমাদের চাকুরীগত সুবিধার বিষয়ে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছে না। যত দায়িত্ব যেন ডাইরেক্টরেটের কৃষি আধিকারিকদের। সেক্রেটারিয়েট 'ভোলানাথ' হয়ে উপবিষ্ট। শূন্যপদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূক বধির উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অচলায়তনকে সেটি আন্দোলিত করছে না। নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। আমলাতান্ত্রিক টালবাহানার মধ্যেও সমস্ত স্তরে শূন্যপদ পূরণের জন্য সাংগঠনিক প্রয়াস চলছে। এরমধ্যে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবের কাছে এই সংক্রান্ত সাংগঠনিক প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সম্প্রসারণ শাখায় নতুন করে ১৮১টি শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রস্তাব কৃষি অধিকর্তার দপ্তর থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাঠানো হয়েছে। UCS সংক্রান্ত বিষয়টি হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশমতো আবার SAT-এ সমাধান সূত্র বের করার জন্য গেছে, এব্যাপারে আমরা আশাবাদী। তরুণ সদস্যদের এক বড় অংশ এবার রাজ্যের ও বিভিন্ন জেলার কার্যকরী কমিটিতে এসেছেন, এরাই সংগঠনের চালিকাশক্তি—''তুই রে যুবা, তুই যে চিরজীবী,'' শহবাগ চেতনার ঢেউ আমাদের মনের জানালা খুলে দিক।

স্বাধীনতার ৬৫ বৎসর পর দেশ যেন দুর্নীতির শিখরে উঠেছে, আই.পি.এল থেকে চিটফান্ড সর্বত্র আর্থিকঅনিয়মের স্বর্গরাজ্য। এসবের মধ্যেও আশাকরি-দেশের প্রগতি, কৃষিতে ৪ শতাংশ অগ্রগতি কিম্বা কৃষি বিপ্লবের সবুজ স্বপ্ন। তবে সর্তকবাণী মেনে না চললে প্রকৃতির প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী। খাদ্য সুরক্ষা বিলের অর্ডিন্যাস জারি হয়েছে, ক্ষুধামুক্ত ভারতবর্ষ, সত্যিই স্বপ্ন! অন্যদিকে মনস্যান্টো ও ওয়ালমার্টের সাঁড়াশি আক্রমণে কোথায় আশ্রয় পাবে প্রান্তিক চাষী ও সাধারণ মানুষ, মুখ থুবড়ে পড়বে না তো উন্নয়নের রথ? জি-এম শস্যের ছাড়পত্রের জন্য কবে বন্ধ হবে লবিবাজি? ইতিমধ্যে ৫১টি দেশ থেকে মনস্যান্টোকে বিদায় নিতে বলেছে, এর থেকে আমরা কি শিখব? কিভাবে আঁকবো ভবিষ্যতের আল্পনা? ভবিষ্যতই জবাব দেবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির (২০১৩ ও ২০১৪) প্রথম সভার প্রতিবেদন

সাট্সা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির প্রথম সভা ১১ ও ১২ই মে সাট্সা ভবনে অনুষ্ঠি হল। প্রারম্ভিক ভাষণে সভাপতি শ্রী মুরারী যাদব সকলকে স্বাগত জানান এবং সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নীতি অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনার উপর গুরুত্ব দেন। সংগঠনের সহসভাপতি শ্রী শিবব্রত ঘটক, শ্রী অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণাভ মাইতি ক্রমহ্রাসমান কর্মীসংখ্যার সাপেক্ষে দপ্তরের কাজের পরিধি ও পরিমাণ বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সংগঠনের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়লেও আধিকারিকদের চাকুরীগত সুযোগসুবিধা প্রদানে প্রশাসন কিছুটা উদাসীন বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে সংগঠন যৌথ নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিলেও ব্যক্তিগত পারদর্শিতা ও নৈপুণ্যকে যোগ্যমর্যাদা প্রদানে যত্নশীল। সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম ভৌমিক দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন নতুন আঙ্গিকে ও আরও সফলভাবে আয়োজন করার জন্য আহ্বান জানান। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অনুমোদিত প্রস্তাবসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় পেশ করেন—

১) সংগঠনের কয়েকজন অভিজ্ঞ সদস্য যাঁরা বিগত দিনে সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হতে চলেছে।

২) বিগত দিনের মত এবারেও সাংগঠনিক বিভিন্ন কাজ ও কর্মসূচী সফলভাবে রূপায়ণের জন্য বিভিন্ন সাবকমিটি গঠিত হতে চলেছে।

৩) সংগঠনের উদ্যোগে মাননীয় কৃষি অধিকর্তা ১৮১-টি WBAS(Admn) শূন্যপদ পূরণের জন্য PSC-তে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং গবেষণা শাখায় ৬৪ টি WBAS(Res) শূন্যপদের তালিকাও PSC-তে শীঘ্র পাঠানো হবে।

৪) সংগঠনের দাখিল করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ই মে কোলকাতা হাইকোর্টে উচ্চতর দায়িত্বে কৃষি আধিকারিকদের বদলী বিষয়ক স্যাটের আদেশনামা খারিজ হয়ে যাওয়ায় প্রশাসনের কাছে সংগঠন উচ্চতর দায়িত্বে বদলী প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করার আবেদন জানাবে এবং প্রশাসনের তরফে কোনরকম টালবাহনা দীর্ঘ সূত্রিতা পরিলক্ষিত হলে আবার আদালতের দ্বারস্থ হবে।

৫) সম্প্রতি কৃষি সচিব কৃষি অধিকর্তাকে সহ ও উপ কৃষি অধিকর্তাদের চাকুরীগত বিষয়ে নির্দেশনামা প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সংগঠন এই বিষয়ে সবদিক বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে কৃষি অধিকর্তাকে অনুরোধ করেছে যাতে ভবিষ্যতে কোনো জটিলতায় আধিকারিকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

৬) সংগঠনের সক্রিয় উদ্যোগে কৃষি আধিকারিকদের চাকুরীর ২৫ বছর পূর্ণ হলে বেতনক্রম ১৯ নং স্কেল (পূর্বতন) উন্নীত করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

৭) সাট্সা ভবনের সম্প্রসারণের জন্য সদস্যদের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

৮) WBAS(Admn) পদের পুনর্বিন্যাস যেহেতু বাস্তবায়িত হয়নি, সেহেতু সংগঠন বিকল্প হিসেবে "বেতনক্রম অনুযায়ী পদমর্যাদার" দাবী জানানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদকদের মতামত জানাতে বলা হয়।

৯) সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০) সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে বিভিন্ন কর্মসূচী এলাকার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করার জন্য জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করা হয়।

১১) নতুন সদস্যপদের আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা সম্পাদকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে পেশ হওয়া আবশ্যিক।

১২) সংগঠন ইচ্ছুক সদস্যদের বদলীর বিষয়ে সচেষ্ট আছে। বর্তমানে অসুস্থতাজনিত কারণে এবং উত্তরবঙ্গে কর্মরত সদস্যদের আবেদনগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

১৩) সংগঠনের তরফে বহু স্মারকলিপি দেওয়া হলেও দপ্তরের 'কৃষি অধিকর্তা ও পদাধিকার বলে সচিব' পদটি পূরণের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন), শ্রী কমল ভৌমিক সংগঠন পরিচালনায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান যে সংগঠন বিভিন্ন দপ্তর থেকে 'বেতনক্রম অনুযায়ী পদমর্যাদা' বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করছে এবং সমস্তদিক বিবেচনা করেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

যুগ্ম সম্পাদক (প্রকাশনা ও প্রচার), শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান সংগঠনের বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশনায় সহযোগীতার জন্য সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান যে দ্বিবার্ষিক সভায় প্রকাশিত সরকারী আদেশনামা সংকলন জেলার চাহিদা অনুযায়ী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। জেলাস্তরে সংগঠিত বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচী সম্বলিত সম্প্রচারচিত্র তৈরী করতে তিনি প্রত্যেক জেলা সম্পাদককে অনুরোধ করেন।

যুগ্ম সম্পাদক (গবেষণা), শ্রী সুশান্ত মুখোপাধ্যায় জেলার বিভিন্ন সভায় গবেষণা শাখার সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে জেলা সম্পাদকদের উদ্যোগী হতে বলেন। তিনি বলেন যে গবেষণা শাখার বিভিন্ন পদের নামকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল্য পদ অনুযায়ী করার প্রস্তাব অচিরেই দপ্তরে পেশ করা। গবেষণা শাখার সদস্যদের বদলীর প্রস্তাব, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণের সময় বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান।

শ্রী তপন দাস, যুগ্ম সম্পাদক (নির্বাচন) সভাকে অবহিত করেন যে বিভিন্ন ভোটে ডিউটি সংক্রান্ত মামালাটি এখনও হাইকোর্টে অমীমাংসিত রয়েছে।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এসট্যাব) জানান বহু সংখ্যক করণিকের বদলির জন্য চাকুরীগত সুবিধা সংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশনামা প্রকাশিত হতে অসুবিধা হচ্ছে, তবে সংগঠনের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় বিষয়গুলি স্বাভাবিক গতি পেয়েছে। তিনি আরো জানান মহাকরণে যারা সম্প্রতি অতীতে চাকরীতে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের 'সার্ভিস বুক' খোলা হয়েছে এবং শীঘ্রই বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

"মাটি মুঠা ধর যদি সোনা মুঠা হবে," **কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ত্রিশত জন্মবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।**

সন্দেশ এক নজরে—–

১) ১৯নং স্কেলে (পূর্বতন) উন্নীতকরণ সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশ : ইতিমধ্যে ২৫ বছর ধরে কৃষি আধিকারিক হিসাবে সম্প্রসারণ শাখা ও গবেষণায় কর্মরত যথাক্রমে ৭৫ ও ১২ জনের সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রসারণ শাখার বাকী ২৩ জনের আদেশনামাও শীঘ্রই বের হওয়ার মুখে।

২) MCAS-এ উপলব্ধতা সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশ

ক) 16 Yeasr MCAS : সম্প্রসারণ শাখায় - ৪ জন, গবেষণা শাখায় ১ জন।

খ) 8 Years MCAS : গবেষণা শাখায় - ১ জন।

আশা করা যায় সম্প্রসারণ শাখায় প্রায় ২৩ জনের 8 Years MCAS বেনিফিট সংক্রান্ত সরকারি আদেশ শীঘ্রই বের হবে।

৩) কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রালয়ের অধীন প্রোটেকশন অফ্ প্ল্যান্ট ভ্যারাইটিস এবং ফার্মারস্ রাইটস অথরিটি গত ২২শে মে দিল্লীতে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার উমাপুর গ্রামের প্রভাত রঞ্জন দে-কে আমের নতুন জাত - সুজাতা উৎপাদনের জন্য জিনোম সোভিয়র পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। এক্ষেত্রে নদীয়া জেলার সদস্য শ্রী অনুপম পাল বিশেষ উদ্যোগ নেন।

৪) ২১ জন আধিকারিক অন্য সংগঠন ছেড়ে সাট্সার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে, যা প্রথম সভায় অনুমোদিত হয়।

৫) সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা প্রদান করবে।

উচ্চতর দায়িত্বে বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে সংগঠনের সাফল্য :

বিরোধী সংগঠনের মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থপর ভুঁইফোড় নেতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বরিষ্ঠ কৃষি আধিকারিকদের বঞ্চিত করার লক্ষ্যে বারংবার বিভিন্ন আদালতে মামলা রুজু করে আমাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছেন।

একই সরকারের অন্য পাঁচটি রাজ্য কৃত্যক সংযুক্তিকরণে কোন বাধা তৈরী হয়নি। শুধুমাত্র রাজ্য কৃষি কৃত্যক (প্রশাসন) লাগু করার ক্ষেত্রে নানাভবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের চরম অপরিণাম দর্শিতা ও আমলাতান্ত্রিক ছল-চাতুরী।

কিছু স্বার্থান্বেষী ভদ্রলোক Tribunal এ মামলা করেছিলেন যার নং OA-1480/2012, এই মামলার রায়দানে Tribunal কৃষি সচিবকেই বিষয়টির নিষ্পত্তির দ্বায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। এতে অনেকেই মনে করেছিলেন সংবিধানের সীমা লঙ্ঘন করে সংবিধান বর্হির্ভূত কাজ হয়েছে। আমরা সু-বিচার চেয়ে মাননীয় উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম যার মামলা নং WPST-115/2013, মাননীয় উচ্চ আদালত এই মামলার রায়দানে পরিষ্কার উল্লেখ করে বলেছেন যে Tribunal নিজের ক্ষমতা অন্য কে (সচিব) প্রদান করে নিয়মবর্হির্ভূত ও অসাংবিধানিক নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত আরও বলেছেন যে Tribunal এই মামলা গ্রহণ করেছিলেন বিচার্য্য বিষয় সংবিধানিক নিষ্পত্তির প্রয়োজন বুঝে। সেখানে বিচার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা পদকে ক্ষমতা অর্পণ করা মোটেই সংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে পড়ে না। সুতরাং হাইকোর্ট Tribunal এর সচিবকে দেওয়া ক্ষমতা বাতিল করেছে এবং Tribunal কেই এই মামলার রায়দান সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যেই করতে হবে বলে নির্দেশ জারি করেছেন।

শূন্যপদ পূরণের জন্য কৃষি সচিবের নিকট মেমোরেন্ডাম

Memo No. 7/13 Dated, 04.01.2013

To
The Secretary to the Govt. of West Bengal,
Department of Agriculture,
Writers' Buildings, Kolkata-700001

Sub: Filling up of all vacant posts borne under WBAS (Admn.) - regarding

Ref: Our Nos. 34 dt.06.06.2012, 35 dt. 06.06.2012, 42 dt. 18.07.2012, 44/12 dt.07.08.2012, 58/12 dt. 14.11.2012, 60 dt. 20.11.2012

Sir,

With deep anguish and concern I, on behalf of State Agricultural Technologists' Service Association (SATSA), West Bengal, would like to draw your kind attention to the fact that the vision of the present State Govt. to improve the growth in Agriculture, to uplift the economic condition of farmers, to enhance the productivity of crops etc will certainly bring West Bengal in the frontline in Indian Agriculture. However, the actions so far taken by the Agriculture Department to implement such vision of the Govt. is dismal in respect of strengthening the Department by manning sufficient numbers of Agricultural Technologists, the key personnel of the technically fortified Agriculture Directorate.

All our requests to you through several memoranda to take action in above-mentioned matters remain futile. The dismal condition of the Directorate, which SATSA, WB has reminded you several times through memoranda vide our above-mentioned letters, is again being brought to your notice :

1. That 20 out of 74 posts of Deputy Director of Agriculture and 9 out of 13 posts of Joint Director of Agriculture are vacant as of today, which have been accumulated over a period of time. The implementation and supervision of different important Govt. Schemes & Programmes are being hampered due to such huge vacancy in supervisory technical posts.

2. That the post of Director of Agriculture & Ex-Officio Secretary, a selection post, has been kept vacant over more than two and a half years (since 1st May, 2010). When the Govt.has initiated all out efforts for the total development of Agriculture and economic upliftment of farmers, the Department has been in a dilly-dally attitude in filling up the apex post of Director of Agriculture & Ex-Officio Secretary in the technically fortified Agriculture Directorate.

3. That the Department is very much reluctant in filling up huge no. of vacant posts (136 Nos.) of Assistant Director of Agriculture. Such huge vacancies have created a bottleneck for dissemination of latest agricultural technologies and in implementation of Govt. Schemes/ Programmes. **The Agriculture Department has not yet taken any apparent initiative to fill up those vacant posts through PSC, WB.**

The extension of latest agricultural technology and implementation of Govt. Schemes and Programmes have been placed in a crucial state due to such huge vacancies. Initiative for recruitment in the said vacant posts of Assistant Director of agriculture through PSC, WB needs to be taken immediately.

When the dignity, morale and enthusiasm of the officers are being lowered day by day due to such an indifferent attitude of the Department, SATSA, WB sought for a discussion with you to sort out the issues long back but we are yet to get a positive response.

Under these circumstances, I, on behalf of our Association, would like to request you to fill up immediately all the vacant posts of Joint Director of Agriculture and Deputy Director of Agriculture and to take positive initiatives in respect of the other issues without further delay. The very senior members of our Association are getting agitated and frustrated day by day.

As such, it may not be possible for senior officers to bear with the additional charges of the higher responsible posts in near future and the responsibility of the fall out, in no way, could be attributed on those officers.

Anticipating your positive response.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
G. K. Bhowmik
General Secretary

সংগঠনের উদ্দ্যোগে "পাট চাষের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির :

গত ২৭/৪/১৩ তারিখ শনিবার হুগলী জেলার সিঙ্গুরে "পাটচাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার" শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ১৫০ জনেরও বেশি চাষী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, কৃষি বিপণন ও শিশু কল্যাণ দফতরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না মহাশয়, তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে, ছুটির দিনে সাট্সার সদস্যদের নিজেদের বাড়ির ব্যক্তিগত কাজ ফেলে চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি কৃষকদের পরামর্শ দেন, কৃষি প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে, রাজ্যের কৃষিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এছাড়াও তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের কৃষক অভিমুখী বিভিন্ন পরিকল্পনা বিস্তৃতভাবে ব্যাখা করেন।

সভায় প্রযুক্তিগত দিক্‌টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখা করেন সংগঠনের সদস্য শ্রীরাম প্রসাদ ঘোষ ও CRIJAF বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড: অশেষ ঘোড়াই মহাশয়। পাট চাষে নেল উইডারের ব্যবহার, সালফারের প্রয়োগ, রোগপোকা ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ, পাট পচানোর আধুনিক প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে ছবিসহ সবিস্তারে আলোচনা হয়। চাষীদের মধ্যে উন্নত প্রথায় পাট চাষের লিফলেট বিলি করা হয়। উপস্থিত চাষীরা উৎসাহিত বোধ করেন এবং জানান এই বিশেষ পরামর্শ তাদের খুব কাজে লাগবে।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী প্রতিমা দাস, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ, শ্রী শিশির জানা এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে শ্রী গৌতম মণ্ডল, জেলার অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। হুগলী সাট্সার সভাপতি শ্রী সন্দীপ দে এবং জেলা সম্পাদক শ্রী মিঠুন দে এই শিবিরে বক্তব্য রেখে, সাট্সার কর্মকান্ড ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন।

প্রথম সভার প্রতিবেদন

প্রথম পাতার পর

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন বৈদ্য কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ, সমস্ত জেলা সম্পাদকদের অডিট রিপোর্ট তাড়াতাড়ি জমা দিতে অনুরোধ করেন। সংগঠনের সেভিংস এ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ লক্ষ টাকা 'কম সময়ের মেয়াদী আমানত' হিসাবে সঞ্চিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমস্ত জেলা সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত জানান। বেশিরভাগ জেলা সম্পাদক বিভিন্ন স্তরের বহু শূন্যপদ ও ফলস্বরূপ অত্যধিক কাজের চাপের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। এই সভায় কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলী ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে তিনজন করে মনোনীত সদস্যের নাম গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে পরামর্শদাতা কমিটি ও ১০টি সাবকমিটি চূড়ান্ত করা হয়।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

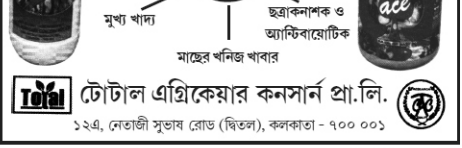

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মর্দ্দ্য কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত, বিনিময় মূল্য ২ টাকা